রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১১, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নম্বর ৮০-আইন/২০২৩।—সরকার, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ১৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩০ নং আইন);

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(গ) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ;

(ঘ) "পরিচালক (অর্থ ও বাজেট)" অর্থ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও বাজেট);

(ঙ) "বোর্ড" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড; এবং

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ বোর্ডের মহাপরিচালক।

মূল্য : টাকা ৮.০০

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **তহবিলের আয়ের অন্যান্য উৎস**।—আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তহবিলের আয়ের অন্যান্য উৎস হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়কৃত কল্যাণ ফি; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক সময় সময়, অভিবাসী কর্মীদের জন্য নির্ধারিত সুরক্ষা স্কিম, বিমা অথবা অন্য যে কোনো খাত হইতে আদায়কৃত ফি।

৪। **তহবিল পরিচালনা**।—(১) আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক ও পরিচালক (অর্থ ও বাজেট) এর যৌথ স্বাক্ষরে বোর্ডের তহবিল পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার অধিক অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের জন্য বোর্ড হইতে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট মিশন প্রধান ও শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যয় করা যাইবে।

৫। **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ**।—(১) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তহবিলের অর্থ লাভজনক ও ঝুঁকিমুক্ত খাতে বিনেযোগের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ ও বিধি-বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

(২) তফসিলি ব্যাংকে জমাকৃত অথবা সঞ্চিত তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ রূপে গণ্য হইবে।

৬। **তহবিলের ব্যয়ের খাতসমূহ**।—আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষেত্রে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে, যথা:—

(ক) সরেজমিনে বা অন্য কোনো উপায়ে যে কোনো অনুসন্ধান, তদন্ত, তদারকি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

(খ) বোর্ডের পক্ষে মামলা দায়ের বা উহার বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়;

(গ) বোর্ডের কার্যাদি সম্পন্নের জন্য খণ্ডকালীন বিশেষজ্ঞ অথবা পরামর্শকের সম্মানী প্রদান;

(ঘ) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা বা উপজেলায় বোর্ডের প্রদেয় সেবা কর্মসূচি প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা, যদি থাকে, প্রদান;

(ঙ) বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, বিদেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের অবস্থা কিংবা সমস্যা পর্যবেক্ষণ, বাংলাদেশ মিশনসমূহে শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সেই উদ্দেশ্যে মিশন পরিদর্শনের ব্যয় নির্বাহকরণ;

(চ) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞগণের সম্মানী প্রদান;

(ছ) প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার বা কর্মশালা ও জাতীয় দিবস আয়োজনের ব্যয় নির্বাহকরণ;

(জ) বোর্ড উহার বা উহার কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয়, এইরূপ নব-প্রবর্তনমূলক গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রণোদনা বা সম্মানী প্রদান;

(ঝ) সুশাসন, শুদ্ধাচার এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনা বা সম্মাননা প্রদান;

(ঞ) বোর্ডের যেকোনো ধরণের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুসারে গৃহীতব্য ব্যবস্থা এবং উহা প্রকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন;

(ট) বোর্ডের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী সম্বলিত লিফলেট, ডকুমেন্টরি বা ভিডিও, পুস্তিকা, জার্নাল, সাময়িকী ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি মুদ্রণ ও প্রকাশনা;

(ঠ) প্রবাসী কর্মী ও তাহার পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যয় নির্বাহ; এবং

(ড) বোর্ডের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো ব্যয় নির্বাহকরণ।

৭। **বোর্ডের সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রবাসী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ১৯ অনুযায়ী নিবন্ধন অথবা ধারা ২০ অনুযায়ী বহির্গমন ছাড়পত্র থাকিতে হইবে।

৮। **বোর্ডের আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারি হিসাব প্রস্তুত**।—(১) বোর্ড উহার সকল আয় ও ব্যয়ের পৃথক খাতওয়ারি হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) তহবিলের অর্থের আয়-ব্যয়ের বিবরণী বোর্ডের বাৎসরিক বাজেট সংক্রান্ত সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও সময় সময় জারীকৃত আদেশসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

৯। **প্রত্যাবাসন (repatriation), প্রত্যাবর্তন (return), এবং পুনঃএকত্রীকরণ (reintegration)**।—আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কোনো প্রবাসীকে দেশে প্রত্যাবাসন, প্রত্যাবর্তন বা পুনঃএকত্রীকরণের প্রয়োজন হইলে, সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনের শ্রম কল্যাণ উইং, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরসমূহ এবং এতদসংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার সহিত যোগাযোগ করিয়া সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে।

১০। **তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও ডাটাবেইজ**।—(১) সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনের শ্রম কল্যাণ উইং যেই সকল প্রবাসীকে দেশে প্রত্যাবাসন বা প্রত্যাবর্তন করাইবে তাহাদের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করত তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং উহা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিদেশ হইতে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের একটি ডাটাবেইজ তৈরি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যাহাতে নিম্নরূপ তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদি);

(খ) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(গ) বিদেশে আগমন ও প্রস্থানের তারিখ;

(ঘ) বিদেশে অবস্থানকালে যে কর্ম বা কর্মসমূহে নিযুক্ত ছিলেন তাহার বর্ণনা;

(ঙ) প্রত্যাগমণের কারণ; এবং

(চ) প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো তথ্য।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহা সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট প্রদান বা প্রকাশ করা যাইবে না।

১১। **অভিযোগ নিষ্পত্তি ও আপিল**।—(১) আইনের ধারা ১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য অথবা বোর্ডের কর্মচারীর কর্তব্যে অবহেলা, অসদাচরণ অথবা দুর্নীতির কারণে কোনো প্রবাসী, নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি বা বোর্ডের কোনো সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা সেবা হইতে বঞ্চিত হইলে অথবা অন্য কোনো কারণে সংক্ষুব্ধ হইলে তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে অথবা লিখিতভাবে প্রবাসী, প্রবাসীর উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি বা বোর্ডের সেবা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি মহাপরিচালক বরাবর অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অভিযোগ বোর্ড বা বোর্ডের জেলা কার্যালয় কিংবা গন্তব্য-দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে লিখিতভাবে সরাসরি অথবা অনলাইনে দাখিল করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত কোনো অভিযোগ, মহাপরিচালক তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য উপযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই বিধির অধীন তদন্ত ও আদেশ প্রদানের সময়সীমা হইবে অভিযোগ দায়েরের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন।

(৪) তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ সম্পর্কে তাহার নিজস্ব মতামত একটি লিখিত প্রতিবেদনসহ মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের কপি পাইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিকট আপিল দায়ের করা যাইবে।

(৬) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণপূর্বক আপিল দায়েরের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি করিবেন, এবং উক্ত আপিল আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির যেকোনো পর্যায়ে অভিযোগকারী কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি আপস-মীমাংসার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মধ্যস্থতা বা সালিশ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে প্রযোজ্য কোনো আইনের অধীন অন্য কোনো আইনী প্রতিকার লাভের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য না শুনিয়া এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া এই বিধির অধীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না এবং সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নীতিসমূহ (principles of natural justice) অনুসরণ করিতে হইবে।

তফসিল

(বিধি ১০ দ্রষ্টব্য)

আইনের ধারা ১৮ এর অধীন অভিযোগ দাখিলের ফরম

অভিযোগটি কি সম্পর্কিত? [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন।]

১।	শিক্ষাবৃত্তি ও প্রত্যয়ন পত্র
২।	প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক বিমানবন্দরে সহায়তা
৩।	অ্যাম্বুলেন্স সেবা
৪।	আহত ও অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসা সহায়তা
৫।	প্রতিবন্ধী ভাতা
৬।	বিমা সুবিধা
৭।	মৃতদেহ দেশে আনয়ন
৮।	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ
৯।	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা (আর্থিক অনুদান ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ)
১০।	বিদেশে আইনী সহায়তা
১১।	দেশে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নানাবিধ সহায়তা প্রদান
১২।	প্রবাসে সমস্যাগ্রস্ত নারী কর্মীদের সেইফ হোমে আশ্রয় প্রদান এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনয়নে সহায়তা
১৩।	পুনঃএকত্রীকরণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি
১৪।	বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার (বিদেশ গমন ও প্রত্যাগমনকালে ঢাকায় সাময়িক থাকার ব্যবস্থা)
১৫।	প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার
১৬।	অন্যান্য

আবেদনকারীর নাম :.....।

আবেদনকারীর মোবাইল/ফোন নং :.....।

আবেদনকারীর ই-মেইল (যদি থাকে) :.....।

আবেদনকারীর অভিযোগ (বিস্তারিত) :.....।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নাশিদ রিজওয়ানা মনির
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd